প্রথম আলো

তারিখ ... 30 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

১২ ছিটমহলে প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ১২টি ছিটমহলে জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বৈঠকের কার্যপত্র থেকে জানা যায়, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার পানিসালা, লতামারী, ভোটবাড়ী ও বাঁশকাটা গ্রামে; পঞ্চগড়ের সদর উপজেলার গারাতি; দেবীগঞ্জ উপজেলার বেউলাডাঙ্গা, দহলা খাগড়াবাড়ী, বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী ও কোটভাজনী গ্রামে এবং কুড়িগ্রাম জেলার কালীরহাট, কামালপুর ও বানিয়াটারী গ্রামে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে এসব বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানায়, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ৭০ লাখ বই কম ছাপা হচ্ছে। বইয়ের মান বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন রকম তদারকির কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। প্রতিবছর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ১১ কোটির বেশি বই ছাপতে হয়। বিভিন্ন সময়ে এসব বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সে জন্য মন্ত্রণালয় এবার বিষয়টি কঠোরভাবে তদারক করেছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, এ বছর ৩৩ শতাংশ কম দামে বই ছাপার দর পাওয়া গেছে। এতে ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। গত ৩১ আগস্ট ২২টি প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংসদীয় উপকমিটি দুর্নীতি রোধ ও মানসম্মত বই নিশ্চিত করতে ছাপার কাজ নিয়মিত তদারক করবে।

সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, সংসদীয় কমিটি বৈঠকে ২০১৬ সালের প্রথম সপ্তাহে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কাজ শুরু করার সুপারিশ করে। নদীর চড়ায় অবস্থিত এলাকা, হাওর ও চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ এবং এসব এলাকায় বহিরাগত শিক্ষকদের মূল বেতনের সঙ্গে ১০ শতাংশ হারে ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।